Sanatan Dharma

রাধা রানী কে?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে আদশিক্তি শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণরে মধ্যে কোন পার্থক্য নইে, তাঁরা এক । কবেলমাত্র লীলারস আস্বাদন করার জন্য দুই দহে ধারণ করছেনে । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণতি আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নজিকেে আনন্দ প্রদান করার জন্য নজিরে বাম অংশ থকেে শ্রীরাধাকে সৃষ্টি করলনে। শ্রীমতী রাধারাণী আদশিক্তি রূপে জগতে খ্যাত হয়ে তাঁর নজিরে চৎিশক্তরি বলে অসংখ্য গোপী ও লক্ষ্মীদবেীদরে কৃষ্ণরে প্রীতবিধিান করার জন্য সৃষ্টি করছেনে । তবে সাধারণ লোকেরো এ তত্ত্ব না জনেে শ্রীমতী রাধারাণীকে একজন সাধারন নারী বলে জ্ঞান করনে । কারণ কামরে বশবর্তী হয়ে তারা এ জগতে সমস্ত বস্তুকে কামময় দৃষ্টতিে দর্শন করনে । কনি্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারাণী সমস্ত লীলা হচ্ছে প্রমেময় । এ জগতে প্রমেরে লশেমাত্র গন্ধ নইে । এটি কামময় জগত। কাম ও প্রমেরে মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ । আত্মন্দ্রেয়ি প্রীতি-বাঞ্ছা্তারে বলি, ‘কাম’। কৃষ্ণন্দ্রেয়ি প্রীতি-ইচ্ছা ধরে ‘প্রমে’ নাম ।। (চতৈন্য চরতিামৃত ৪/১৬৫)
“নজিরে ইন্দ্রয়ি তৃপ্তরি বাসনাকে বলা হয় কাম, আর পরমশ্বের ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে ইন্দ্রয়িরে প্রীতসিাধনরে ইচ্ছাকে বলা হয় প্রমে ।”
শ্রীমতী রাধারাণীর অন্য একটি নাম ‘ক্যাচৎি’, অর্থাৎ যনিি শ্রীকৃষ্ণকে অখন্ড সুখ প্রদান করনে । “সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণরে ভজন ।” দহেধর্ম, বদে ধর্ম, লোক ধর্ম সব ত্যাগ করে কৃষ্ণরে সবো করছেলিনে । তবে এ তত্ত্ব সম্বন্ধে সকলে অবগত নয় । কখনও কখনও কউে যুক্তি প্রদান করনে যে শ্রীমতী রাধারাণীর নাম শ্রীমদভাগবতে নইে । কনি্তু এটি জানা উচতি শ্রীমতী রাধারাণীর নাম ও মহমিা শ্রীমদভাগবত ছাড়া ও শ্রীব্যাসদবেরে রচতি বহু প্রামাণকি শাস্ত্রে উল্লখেতি আছে । শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃতে শ্রীপরীক্ষতি মহারাজরে উক্তি – গোপীনাং বতিতাদ্ভুতস্ফুটতর প্রমোনলার্চশি্ছটাদগ্ধানাং কলি নামকীর্তনকৃতাত্তাসাং স্পর্শনে সদ্যো মহা- বকৈল্যং স ভজন্ কদাপনি মুখে নমানি কর্তুং পভুঃ ।।
(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ – ১/৭/১৩৪) অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষতি নজি জননী উত্তরাকে বললনে, “হে মাতা ! আমার গুরুদবে শুকমনি ভাগবত কথা কীর্তন করার সময় গোপীদরে কারো নাম উচ্চারণ করতে সমর্থন হননি । তার কারন গোপীদরে নাম উচ্চারণ করলে বশিষে স্মৃততিে তাঁর চত্তি অতি বস্মিৃত জ্বালাময় প্রমোনলে মহাবহিবল হয়ে পড়তনে, যার ফলে আর ভাগবত কথা বলতে পারতনে না ।”
তবে বহু প্রামণকি শাস্ত্রে শ্রীমতী রাধারাণীর মহমিা বর্ণনা করা হয়ছে । যমেন, শ্রীগোপাল তাপনীতে বলা হয়ছে – তস্যাদ্যো প্রকৃতি রাধকিা নত্যি নর্গিুণা । যস্যাংশে লক্ষ্মী দুর্গাদকিা শক্তয়ঃ ।। অর্থাৎ – “শ্রীকৃষ্ণরে নত্যি শক্তি, আদশিক্তি শ্রীরাধা নত্যি নর্গিুনা; এবং লক্ষ্মী, দুর্গাদি সব ভগবৎ শক্তবির্গ যাঁর অংশ ।” ‘শ্রীবৃহদগেৌতমীয় তন্ত্রে’ শ্রীকৃষ্ণরে উক্তি – সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কলি । ত্রতিত্ত্বরূপনিী সাপি রাধকিা মম বল্লভা ।। অর্থাৎ – “আমি যমেন নত্যি আনন্দময় হয়ে বশি্বরে কার্য, কারণ ও ত্রতিত্ত্ব-স্বরূপ, তমেনই শ্রীরাধা নত্যি আনন্দময়ী হয়ে কার্য, কারণ স্বভাবস্থতিা ।” শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখন্ডে শ্রীশবিজী নারদকে বললনে – দবেী কৃষ্ণময়ী প্রাোক্তা রাধকিা পরদবেতা । সর্বলক্ষ্মী-স্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপনিী ।। তৎ সো প্রাোচ্যতে বপি্র হ্লাদনিীতি মনীষভিঃি । তৎকলাকোটকিোট্যাংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রগিুণাত্মকিাঃ ।। অর্থাৎ – “ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছনে পরমপুরুষ দবোদী দবে, এবং শ্রীমতি রাধকিা হচ্ছনে নত্যি শক্তি । রাধকিা

সর্বলক্ষ্মী তাঁর অংশ স্বরূপা । হে নারদ, দুর্গাদি দেবীগণ শ্রীমতি রাধিকার কোটি কোটি অংশের এক কলা ।" শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখন্ডে – বহুনাং কিং মুনশ্রিষ্ঠ বনিতাভ্যাং ন কঞ্চিন । চদি্ তল্লিক্ষণং সর্ব রাধাকৃষ্ণ ময়ং জগত ।। ইত্থুং সর্ব তয়োরেব বভূতি বধিি নারদ । নশ্যক্যতে মায়াবক্তুং বর্ষ কোটি শতৈরপি ।। অর্থাৎ – "শ্রী শবিজী নারদ মুনকিে বললনে, হে মুনবির ! আমি তোমাকে আর কি বলব ? শ্রীরাধাকৃষ্ণ ছাড়া জগতে আর কছিু নইে । এইভাবে সবই তাঁদরে বভূতি বলে জানবে । আমি শত কোটি বছর ধরে বললওে শ্রীরাধাকৃষ্ণরে মহমিা বর্ণনা করতে সক্ষম হব না ।" 'শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে' বর্ণতি আছে – দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা । সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহনিী পরা ।। অর্থাৎ – "শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছনে কৃষ্ণরে আদশিক্তি এবং আদলিক্ষ্মী । সর্বগুণ বভূষতিা এবং সমস্তকে আকর্ষণ করনে ।" 'শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে' বলা হয়ছে – সৃষ্টকিালে চ সাদেবী মূলপ্রকৃতরীশ্বরা । মাতা ভাবন্মেহাবষ্ণিোঃ স এব চ মহান্ বরিাট্ ।।
অর্থাৎ – "শ্রীরাধাই মূল প্রকৃতি এবং ঈশ্বরী । জগত সৃষ্টরি সময় যে মহাবষ্ণিু হতে জগত সৃষ্টি হয়, সইে বরিাট পুরুষরে মাতা শ্রীরাধা । মহাবষ্ণিু হতে জগত সৃষ্টি এবং শ্রীরাধা হতে মহাবষ্ণিু উদ্ভব বলে শ্রীরাধাকে তত্ত্বতঃ জগন্মাতা বলা হয় ।" 'শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে' আবার বলা হয়ছে – রাধা বাম শসম্ভূতা মহালক্ষ্মী প্রকীর্ত্ততিা । ঐশ্বর্য্যাধষ্ঠিাত্রী দেবীশ্বরস্যবৈ নারদ ।। অর্থাৎ – যে মহালক্ষ্মী ঈশ্বররে ঐশ্বর্য্যরে অধষ্ঠিাত্রী দেবী,
তনিি শ্রীরাধার বামসম্ভূতা অর্থাৎ তনিি শ্রীরাধার অংশ ।
সুতরাং শ্রীরাধা হচ্ছনে সর্ববধি ঐশ্বর্য্যরে মূল অধষ্ঠিাত্রী দেবী । ঋগবদে (১/৩০/৫) "স্ত্রোত্রং রাধানাং পতে গরি্বাহোবীর যস্যতে" অর্থাৎ – "হে বীর রাধানাথ স্তুতি ভাজন তোমার এ রূপ স্তুতি, তোমার বভূতি সত্য ও প্রয়ি হোক ।" এই রকম শাস্ত্রে বহু প্রমাণ দখেতে পাওয়া যায় যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণরে আদশিক্তি ।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর ব্রত মাহাত্ম্যঃ-
""পদ্মপুরাণে শ্রী নারদরে প্রতি শবিঠাকুর বলছেলিনে- " হে দবের্ষি ব্রহ্মা প্রমুখ মহান সত্তমগনরে নত্যি মহারাধ্যা যনিি, দবেতাগন দূর থকেে যার সবো করতে ইচ্ছা করনে,সইে শ্রীশ্রীরাধকিাদবেীকে সতত ভজনা করা উচতি। এই রাধানাম যে ব্যাক্তি শ্রীকৃষ্ণনামরে সঙ্গে কীর্তন করনে,,তার মাহাত্ম্য আমি কীর্তন করতে সক্ষম নই,এমনকি শ্রী অনন্তদবেও নন।" প্রপঞ্চ লীলায. পরমশে্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি গোলোকশে্বরী রাধারাণী ভাদ্র মাসে শুক্লা অষ্টমী তথিিতে অনুরাধা নক্ষত্রে সোমবারে মধ্যাহ্ন কালে ব্রজমণ্ডলে শ্রীগোকুলরে অনতদ্বিূরে রাভলে নামক গ্রামে শ্রীবৃষভানু রাজা ও কীর্তদিা মায.রে ভবনে সকলরে হৃদয.ে আনন্দ দান করে আবর্িভূত হন।শ্রী রাধারাণী প্রাননাথ স্বয.ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাথীত এই রাধাষ্টমী তথিীর সম্যক মাহাত্ম্য কউেই বনর্ণা করতে পারনো।শ্রী পদ্মপুরাণে (ব্রহ্মখণ্ড ৭/৮) বলা হয.ছে-

একাদশ্যাঃ সহস্রনে যং ফলং লভতে নরঃ।
রাধা জন্মাষ্টমী পুণ্যং তস্মাং শত গুণাধকিম্।।
"একহাজার একাদশী ব্রত পালন করলে যে ফল লাভ হয.,শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত পালন করলে তার চয়ে.ে শতগুন অধকি ফল লাভ হয.ে থাকে।" আরও বলা হয.ছে,
১/ কোটি জন্মরে অর্জতি পাপরাশি ভক্তপির্ূণ রাধাষ্টমী ব্রত ফলে বনিষ্ট হয.।
২/ সুমরেু পর্বত প্রমান সোনা দান করলে যে ফল লাভ হয. একটি মাত্র রাধাষ্টমী ব্রত উদ্যাপন করে তার শতগুন অধকি ফল লাভ হয.।
৩/গঙ্গা ইত্যাদি সমস্ত পবত্রি তীর্থে স্নান করে যে ফল লাভ হয. একমাত্র বৃষভানুকন্যার জন্মাষ্টমী পালন করে সইে
ফল লাভ হয.।

Published on: Jan, 14 2023 14:14

৪/ পদ্মপুরাণে আরো বলা হয়েছে, রাধাষ্টমী ব্রতং তাত যো ন কুর্য্যাচ্চ মূঢ়ধী। নরকান্ নষ্কৃতি নাস্তি কোটিকিল্পশতৈরপি। "যে মূঢ় মানুষ রাধাষ্টমী ব্রত করে না, সে শতকোটি কল্পেও নরক থেকে নিস্তার পেতে পারেনা।"

৬/ স্ত্রীয়শ্চ যা না কুর্বন্তি ব্রতমেতদ্ সুভপ্রদম। রাধাকৃষ্ণপ্রীতিকরং সর্বপাপপ্রনাশম্।। অন্তে যমপুরীং গত্বা পতন্তি নরকে চিরম্। কদাচিদ্ জন্মচাসাদ্য পৃথিব্যাং বধিরা ধ্রুবম্।।

"যে নারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতিকর সর্ব পাপনাশক এই শুভপ্রদ মহাব্রত পালণ করে না, সে জীবনের অন্তকালে নরকে
গিয়ে চিরকাল সেখানে যাতনা ভোগ করে। পৃথিবীতে থাকাকালীনও সে দুর্ভাগিনী হয়।"

Published on: Jan, 14 2023 14:14